গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

নং- ৩৭.২৪.০০.০০০.২২.০১৩.২০১৪-৩১৮ তারিখঃ ১৬ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৯ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: "দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৫"

সকল প্রতিবন্ধী ও এতিম শিক্ষার্থী, ভূমিহীন, দুস্থ, নদীভাঙ্গন কবলিত ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের এবং প্রজাতন্ত্রের বে-সামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি/বেসরকারি/ আধাসরকারি /স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারীর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত সন্তানদের দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত হয়ে শিক্ষায় যাতে ব্যঘাত না ঘটে, তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থে এককালীন আর্থিক অনুদান দেয়ার নিমিত্ত এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

০২। **শিরোনাম:** এই নীতিমালা "দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৫" নামে অভিহিত হবে।

০৩। **প্রয়োগ ও প্রবর্তন :**

ক) এই নীতিমালা ০১ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি: তারিখ হতে কার্যকর হবে।
খ) প্রতিবন্ধী ও এতিম শিক্ষার্থী, ভূমিহীন, দুস্থ, নদীভাঙ্গন কবলিত ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের এবং প্রজাতন্ত্রের বে-সামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারীর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত সন্তানদের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

০৪। সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে এই নীতিমালায়

ক) "কর্মচারীর" অর্থ প্রজাতন্ত্রের বে-সামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি / বেসরকারি/ আধাসরকারি / স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারী।
খ) বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যান আইন, ২০০১ এর ৩ ধারা মোতাবেক 'প্রতিবন্ধী' অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা অপচিকিৎসা বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীন; এবং উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন, এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম। শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ সংজ্ঞার আওতায় আসবে।
গ) 'দুর্ঘটনায় আহত/গুরুতর আহত' অর্থ জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন/সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক/উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক আহত/গুরুতর আহত এর সমর্থনে প্রত্যয়নকৃত আবেদনকারী ।
ঘ) "বাছাই কমিটি" অর্থ দুর্ঘটনাজনিত কারণে আর্থিক অনুদান প্রদানের নিমিত্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাইয়ের জন্য এই নীতিমালা ৯(৭) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত কমিটি।
ঙ) "আর্থিক অনুদান" অর্থ ৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তানুযায়ী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত সন্তানদের আহত/গুরুতর আহত জনিত কারণে এককালিন আর্থিক অনুদান।
চ) "নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ অথবা তার দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।
ছ) "শিক্ষার্থী " অর্থ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র ও ছাত্রী ।
জ) 'আবেদনপত্র' অর্থ-এই নীতিমালার সাথে সংযুক্ত নির্ধারিত ফরমে দাখিলকৃত আবেদন।

০৫। **তহবিল গঠন :** ট্রাস্ট এর অর্থে দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের নিমিত্ত প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রাস্টের FDR কৃত অর্থের সুদের/লভ্যাংশের অর্থ থেকে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা নিয়ে 'দুর্ঘটনায় আর্থিক অনুদান তহবিল' নামে পৃথক একটি তহবিল গঠন করা হবে। পরবর্তীতে কোন অনুদানের অর্থ, দানবীর/সমাজ হিতৈষী কোন ব্যক্তির আর্থিক অনুদান, আর্থিক সাহায্য এবং ট্রাস্ট তহবিলের সুদের/লভ্যাংশের অর্থ এ তহবিল গঠনে ব্যবহৃত হবে।

০৬। **তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর একক স্বাক্ষরে এ তহবিল পরিচলিত হবে। আবেদন প্রাপ্তির পর যাচাই করে যুক্তিযুক্ত হলে শিক্ষার্থী প্রতি ১০,০০০/- হতে ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হবে।

০৭। **উদ্দেশ্য:** দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত হয়ে শিক্ষায় যাতে ব্যঘাত না ঘটে, তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা ।

০৮। **আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির শর্তাবলিঃ**

ক) যোগ্য শিক্ষার্থীর অভিভাবক/পিতা-মাতাকে ৭৫ শতাংশের কম জমির মালিক হতে হবে;
খ) অভিভাবক/পিতা-মাতার বাৎসরিক আয় ৭৫,০০০/- টাকার কম হতে হবে;
গ) প্রতিবন্ধী ও এতিম শিক্ষার্থী, ভূমিহীন, দুস্থ, নদীভাঙ্গন কবলিত ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান আর্থিক অনুদানের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে;
ঘ) দুর্ঘটনার প্রমাণে চিকিৎসা সনদসহ যাবতীয় খরচাদি;
ঙ) প্রজাতন্ত্রের বে-সামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তান ;

০৯। **বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:**

(১) শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবরও আবেদন করা যাবে। তবে, ঐ সকল আবেদনপত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান/পৌরসভা মেয়র এর 'শিক্ষার্থী দরিদ্র ও মেধাবী' মর্মে প্রত্যয়ন ও দুর্ঘটনার প্রমাণে চিকিৎসা সনদসহ দাখিল করতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান সঠিক আবেদনপত্রসমূহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বরাবর প্রেরণ করবেন।

(২) বে-সামরিক সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানগণ আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর পিতা-মাতা/অভিভাবক যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন, আবেদনপত্রে 'শিক্ষার্থী দরিদ্র ও মেধাবী' মর্মে সে প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন ও দুর্ঘটনার প্রমাণে চিকিৎসা সনদসহ দাখিল করতে হবে।

(৩) কোন আবেদনকারী এক অর্থ বছরে একবারের বেশী আবেদন করতে পারবে না ।

(৪) আবেদনপত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল তথ্য প্রদান করা হলে আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। এরূপ অনিয়ম সনাক্ত হলে আবেদনেকারী এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

(৫) আবেদনপত্রে অনিচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি হলে বা লঘু কোন ত্রুটি থাকলে জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের সুপারিশক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তা বিবেচনা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(৬) আবেদন প্রাপ্তির পর যাঁচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীকে অনুদান প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৭) আবেদনসমূহ যাঁচাইয়ের জন্য নিম্নোক্তভাবে বাছাই কমিটি গঠন করা হলো :

ক)	পরিচালক (যুগ্ম সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	-	আহবায়ক
খ)	উপ-পরিচালক (উপ-সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	-	সদস্য
গ)	সিভিল সার্জন (বাংলাদেশ সচিবালয়)-এর ১ জন প্রতিনিধি	-	সদস্য
ঘ)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০১ জন প্রতিনিধি, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত		সদস্য
ঙ)	মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এর ০১ জন প্রতিনিধি		সদস্য
চ)	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	-	সদস্য সচিব

(৮) বাছাই কমিটির কার্যপরিধি:

ক) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র অত্র নীতিমালার আওতায় যাচাই-বাছাই করে যোগ্য ও অযোগ্য আবেদনপত্রের তালিকা প্রস্তুত করে সুপারিশসহ তা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট পেশ করা;

খ) কোন আবেদনপত্রে আবেদনকারীর বা প্রধান শিক্ষকের ইচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের বরাবর সুপারিশ প্রণয়ন করা;

গ) কমিটি প্রতি অর্থ বছরে ০৩টি সভা অনুষ্ঠান করবে এবং সুপারিশসহ নামের তালিকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

ঘ) সংশোধনযোগ্য আবেদনপত্রসমূহ চিহ্নিত করে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা।

(৯) আবেদনপত্র চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট শিক্ষার্থীর অনুদানের চেক প্রেরণ করা হবে। উক্ত চেক প্রতিষ্ঠান প্রধান তাঁর সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করবেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান প্রধান সঞ্চয়ী হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর বরাবর নগদ অর্থ প্রদান করবেন এবং অনুদান গ্রহীতার প্রাপ্তিস্বীকার পত্র ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে প্রেরণ করবেন।

(মো: নূরুল আমিন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক(অতি: সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং- ৩৭.২৪.০০.০০০.২২.০০৩.২০১৪- ৩১৮(৫৬৪)

তারিখঃ ১৬ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৯ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২. সিনিয়র সচিব .....
৩. সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব .....
৪. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত-সচিব, (বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/কারিগরি ও মাদরাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. বিভাগীয় কমিশনার.....
৭. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯. জেলা প্রশাসক,.....
১০. উপ-পরিচালক (উপ-সচিব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (Establishment Division-এর ০৭/১২/১৯৭৩-এর Memo no. G-II/1G-1/73-514-এর Office Memorandum মোতাবেক গেজেটে প্রকাশের জন্য)।
১১. উপজেলা নিবার্হী অফিসার, উপজেলা ----------, জেলা ----------
১২. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকতা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪৪ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।

(মো: আবুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

আবেদন ফরম

আবেদনকারীর এক কপি রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ফটো

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সড়ক নং ১২/এ, বাড়ী নং ৪৪ (২য় তলা), ধানমন্ডি,ঢাকা-১২০৯।

বিষয়: দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি ----------প্রতিষ্ঠানে----------শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছি। গত ----------তারিখে আমি দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত হয়েছি। আমি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী /এতিম শিক্ষার্থী /ভূমিহীন পরিবারের সন্তান / অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নদীভাঙ্গন কবলিত পরিবারের সন্তান/ দুস্থ পরিবারের সন্তান/ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সরকারি/বেসরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত সন্তান (প্রয়োজনীয় অংশ টিক ☑ দিতে হবে)। আমি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করছি। নিম্নে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করলাম।

আবেদনকারীর নাম :

পিতা :

মাতা :

স্থায়ী ঠিকানা:

অভিভাবকের আর্থসামাজিক অবস্থা :

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পেশা: জমির পরিমান: ----- (একর)

বার্ষিক আয়: পরিবারের সদস্য সংখ্যা:

জন্ম তারিখ (জন্ম নিবন্ধন সনদ সংযুক্ত করতে হবে) :

জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি থাকে, সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে) :

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানগণের আবেদন পত্রের সাথে পিতা মাতা/অভিভাবকের কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়নপত্র/সুপারিশ:

ফোন/মোবাইল:

ক্ষতিগ্রস্ত অংগের বিবরণ (আহত হয়েছে এর সমর্থনে সকল ডাক্তারি সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে) :

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এ আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোন তথ্য গোপন করিনি বা কোন মিথ্যা তথ্য সংযোজন করিনি।

অতএব আমার আবেদন সদয় বিবেচনা পূর্বক আর্থিক অনুদান মঞ্জুরের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

আমার জানামতে আবেদনকারীর আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদি সত্য। আমি তাকে আর্থিক অনুদানের জন্য সুপারিশ করছি।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ
বর্তমান ঠিকানা

প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নাম, স্বাক্ষর ও সীল